দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 FEB 1998
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

রাজশাহীতে দেশের দ্বিতীয় গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী কর্মমুখী ও জীবন ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষার সুষ্ঠু প্রয়োগের লক্ষ্যে দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের মধ্যে বৃহত্তম রাজশাহী মহানগরীতে গড়ে উঠেছে দেশের দ্বিতীয় গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ যা মাদার বখ্শ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ নামে পরিচিত।

হজরত শাহ মখদুম (রহঃ)-এর পুণ্য বরেন্দ্র ভূমির এই রাজশাহীর কয়েকজন মহানুভব শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ১৯৮৬ সালে শুধু মানবিক শাখা নিয়ে কলেজটি বর্তমান অধ্যক্ষার বাসভবনে চালু হয়। পরবর্তীতে কলেজটি ১৯৮৭ সালে নগরীর মিশন হাসপাতালের মোড়ে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯৯১-৯২ সালে গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় প্রবর্তন করা হয়।

বিগত ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে এই কলেজের জন্য ৮ কোটি ৩২ লাখ টাকা সরকারী অনুদান বরাদ্দ করা হয়। অনুদানে পদ্মা হাউজিং এস্টেটে প্রায় সাড়ে চার বিঘা জমি এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে নতুন পাঁচতলা একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন। নির্মিত হয়েছে ৪ তলা বিশিষ্ট অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও অতিথি ভবন, ৩২ লাখ টাকার বই ৪০ লাখ টাকার আসবাবপত্র এবং ৫০ লাখ টাকার উন্নত মানের সরঞ্জামাদি ক্রয়ের মাধ্যমে গড়ে তোলা হয়েছে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করে এই কলেজটিকে।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এই কলেজ থেকে প্রথম ১৯৯৩ সালে গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ হতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১২৮ জন ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সেই বছরে মেধা তালিকায় ১ম স্থান লাভসহ মোট ছাত্রী সংখ্যার ৭০ ভাগ পাসের হার বজায় রেখে উত্তরবঙ্গের একমাত্র কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাদার বখ্শ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ সুপরিচিতি লাভ করে। উন্নতমানের পাঠ পরিকল্পনা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির মাধ্যমে কলেজের ছাত্রীরা প্রতিটি বছর থেকে অদ্যাবধি পরীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শন করে কলেজের সুনাম ও সাফল্য অক্ষুণ্ন রেখেছে। যার ফল স্বরূপ ১৯৯৭ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের হার দাঁড়ায় ৬০%। এই কলেজটিতে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষা বর্ষে গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে স্নাতক (পাস) কোর্সে প্রথম ২৫ জন ছাত্রী ভর্তি করা হয়। ভর্তিকৃত ছাত্রীদের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৬-৯৭ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ২১ জন অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ৫ জন ২য় বিভাগ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। এখান থেকে উত্তীর্ণ হবার পর তারা বিভিন্ন বেসরকারী কলেজে প্রদর্শক ও স্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগদানের প্রস্তাব পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কলেজগুলোতে তারা প্রদর্শক হিসাবে যোগদান করতে ইচ্ছুক সেখানে দেখা যাচ্ছে কোন প্রভাষক নেই। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হলো, গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে মাস্টার্স পাস করা শিক্ষকের তীব্র অভাব। এ সমস্যা দেশের পুরো অঞ্চল জুড়ে শুধু রাজধানী বাদে, দেশের একমাত্র কলেজ ঢাকায় অবস্থিত একার পক্ষে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না।

তাই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ বর্তমানে থাকায় উত্তরবঙ্গের একমাত্র এবং দেশের ২য় গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে অবিলম্বে গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে স্নাতক কোর্স প্রবর্তন করা অপরিহার্য। তাই শিক্ষামন্ত্রণালয় ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষা বর্ষে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) কোর্স অনুমোদনপ্রাপ্ত।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে মাদার বখ্শ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে অবিলম্বে সম্মান কোর্স প্রবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন জানানো যাচ্ছে।

এদিকে বর্তমানে গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে স্নাতক (পাস) কোর্সে চতুর্থ ব্যাচে ভর্তি শুরু হয়েছে। এদিকে গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ে সম্মান পড়ার মানসিকতা নিয়ে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রতিবছর বিভিন্ন কলেজ থেকে ৩-৪ হাজার ছাত্রী গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয় নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। ঐ সকল ছাত্রী এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ছাত্রীদের সম্মান পড়ার প্রত্যাশা বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন মনে করি।

উম্মে কুলসুম লিলি